কায়স্থ কৌস্তুভ।

অর্থাৎ

কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ,

এবং

তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় সম্পূর্ণ রূপ

মীমাংসা দ্বারা প্রকাশ হইল,

এবং

নানা শাস্ত্র হইতে

প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল

১ সংখ্যা

শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতা মহানগরে
শিমুলিয়ান্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত
৬ নম্বর ভবনে গ্রন্থ কর্ত্তার নিকটে তত্ত্ব
করিলে পাইতে পারিবেন

শকাব্দাঃ ১৭৬৬ সন ১২৫১ শাল ৩ শ্রাবণ।

ওঁ তৎ সৎ

[illegible]

উপলক্ষ ॥

যথা কর্ণাট রাজ্জী গৌড়েশ্বর কায়স্থ শ্রীযুক্ত মহাদ[illegible] আ-গ্যম্বর বাহাদুর সম্বৎ পূর্ব্বে ২৩৪ বৎসরে কৃষ্ণপক্ষে বুধবারে তপৎ তিথিতে [illegible]যোগে অশ্বিনী নক্ষত্রে আশ্বিন মাসে [illegible] পত্রী শ্রী[illegible] মহারাজা বীরসিংহ বাহাদুর কাম্বোজ [illegible]াধিপতিকে লিখিয়াছিলেন "যে এ দেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যথার্থ বেদবেত্ত [illegible]জ্ঞ ব্রহ্ম বেদান্তী যাজ্ঞিক ও যজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বষ[illegible] এ করণার্থে পাঠাইয়া দিতে," তদুপলক্ষে ঐ রাজা কাম্বোজ দেশ হইতে গৌড়দেশে দশ জন যজ্ঞের উপযুক্ত যাজ্ঞিক ব্যক্তিরদিগের পাঠাইয়াছিলেন। ঐ দশ জন [illegible]হাপুরুষের সন্তান প্রায় তাবৎ এপ্রদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহাশয়েরা অদ্যাপি আছেন। ইহারা তিন ভাগে তিন রাজ্যের নামে খ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ী উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ। অর্থাৎ যাহারা পরে পরে বঙ্গদেশে জাত হইয়াছেন ইহারদিগের পূর্ব্ব নিবাস কাম্বোজ দেশ। এদেশের পশ্চিম নর্ম্মদা নদী দক্ষিণে তৃপ্তিনদী উত্তরে মালবদেশ অবন্তী নগর পূর্ব্ব মৎস্যদেশ বিরাট রাজ্য তৎপূর্ব্ব এই গৌড় দেশ।

পরমাত্মনে নমঃ ।।

ভূমিকা ।।

জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে ও সিংহল ও বালি * প্রভৃতি পদ্বীপস্থ কায়স্থ বংশাবতংশ মহামহিমার্ণব শ্রীপে কৃতাং পূর্ব্বক আমারদিগের নিবেদন যে আপনারা যে চারু উক্ত মহা বংশ প্রসূত তাহা একক্ষণের নিমিত্তেও স্মরণ করেন যদি ও মহত্তের ধর্ম্ম বটে যে ভগবদ্দত্ত মর্য্যাদার ও জ্ঞা শ্লাঘা ও বিজিগীষা না করিয়া শতত নম্র ভাবেই থাকে কিন্তু তাহা তুল্য মূল্যের নিকট নহে ক্ষীণ জনের সমীপে কর্ত্তব্য কেন না তুল্য পদস্থ সমীক্ষে নম্রতা প্রকাশ (যেস্থানে ঐকান্তিক প্রীতি ও স্নেহ নাই) সে স্থানে নম্রতা প্রকাশে ইতরস্বরূপ কটাক্ষ লক্ষের সম্ভাবনা আছে আর হীন ব্যক্তি সমীপে নম্রতায় প্রশংসা ও করুণতাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে হে কায়স্থ মহাশয়েরা আপনারা যদনুরূপাচার

---

* বালি অর্থাৎ ইহাকে এইক্ষণে মহাবালিপুর কহে এই স্থান হিন্দুদিগের প্রাচীন বলিরাজার রাজধানী জাবা উপদ্বীপের নিকট । যথা মহাভারতে লিখেন ॥

"গঙ্গায়াদক্ষিণে ভাগে যোজনানাং শতত্রয়ং ।
পঞ্চযোজনমাত্রেণ পূর্ব্বাম্বিধিস্তু পশ্চিমে ॥"

ব্যবহার করিয়া থাকেন সে সকলের মধ্যে অনেক অনেক অংশ বিবেচনা করিতে হইলে স্থির হয় যে যুগ্মদাদি এক রূপ অন্ত্যজ ফলতঃ হিন্দু গণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই উভয় বর্ণই শ্রীভগবানের অতি প্রিয় পাত্র, ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের মুখ হইতে উৎপন্ন এবং কায়স্থ শ্রীভগবানের বাহু ও কায়া অর্থা শ্রীবৎস বামপার্শ্বের চিহ্ন বক্ষস্থল হইতে উৎপন্ন হয়েন এই হেতু ইহারাদিগের এক নাম ধরণীকোষ অভিধানে লেখেন শ্রীবৎসজঃ ইহারা কৌস্তুভ মণির ন্যায় শ্রীভগবানের বিরাট রূপের ভূষণ স্বরূপ হয়েন এবং যাগ, যজ্ঞ, হোম, যাবৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মের অধিকারি হয়েন, বিশেষতঃ এই উভয় বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন, উদাহরণ যথা কালিদাস, কুল্লূক ভট্ট, বররুচি, জয়দেব, শঙ্করাচার্য্য, পূর্ণানন্দাচার্য্য, রূপগোস্বামী সনাতনগোস্বামী, রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য, মহর্ষিগৌতম, শ্যামানন্দগোস্বামী, উদয়নাচার্য্য, বোপদেব, শ্রীধরস্বামী ইত্যাদি যেমত মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তেমত কায়স্থ বর্ণের মধ্যেও অভিধান প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বেত্তা গ্রন্থ কর্ত্তা মহাকবি অমরসিংহ, ব্যাকরণের টীকা কর্ত্তা, দুর্গাসিংহ বেণীসংহার নাটক কর্ত্তা, ভট্টনারায়ণ সিংহ ও ব্রজরাজ সিংহ ন্যায়ের টীকা কার, আর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসর্ব্ববর্ম্মা মহাশয় কলাপ ব্যাকরণ কর্ত্তা, শ্রীবসুরামানন্দ মহাশয় জগন্নাথ মঙ্গল ও গুণ্ডিচাচম্পক কর্ত্তা, এবং দ্ব্যর্থবাদি মহাকবি শ্রীজগন্নাথ রায় মহাশয় ও খণ্ডঘোষস্থ শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু মহাশয় ও শ্রীরসিকানন্দ গোস্বামী মহাশয় বিন্দু প্রকাশ কর্ত্তা ইহ কায়স্থ গোস্বামী ইহার পদবী লোকে খ্যাত

এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীচৈত্ররথ দেব চিত্রগুপ্তের পুত্র কা
য়স্থ কুলের আদি পুরুষ বেদাধ্যাপক হইয়া ঋষি তুল
হইয়াছেন, ইত্যাদি অনেক অনেক হইয়াছেন, পরে শ্রীকাশী
রামদাসদেব মহাভারতের ভাষা কর্ত্তা, শ্রীকীর্ত্তিবাস
পণ্ডিত গৌড় কায়স্থ পণ্ডিত নামে খ্যাত রামায়ণে
ভাষা কর্ত্তা ইত্যাদি বিদ্যা বিষয়ে কায়স্থ কুলে অনেকে
প্রাবল্য রূপে খ্যাত হইয়াছেন। এইক্ষণে ২১৭২ বৎসর
প্রায় গত, সসাগরা পৃথিবীর রাজা চন্দ্রগোপ্তা নামক মগধা
ধিপতি ছিলেন, ইহার দশম সন্তান বৃহদ্রথ নামা এই রাজা
নিঃসন্তান হওয়াতে রাজমন্ত্রী অগ্নিকর্ম্মা কৃত পশুপতি মিত্র
কায়স্থ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন সসাগর
পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। ইহ শ্রৌত্রিয় যজ্ঞাদি করেন
তস্য পুত্র অগ্নি মিত্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞাদি করেন তস্য পুত্র
সুযশস্ত মিত্র রাজসূয় যজ্ঞাদি করেন তস্য পুত্র বিশ্বামিত্র
অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করেন পরে ঐ বংশজাত রাজাধিরাজ-
দিগের নাম লিখি, ইহারা নানা যজ্ঞ করিয়া মহ মন্ত্রী
হইয়া ক্ষত্রিয় ভাবাপন্নে কায়স্থ বংশোদ্ভব পৃথিবী শাসন
করিয়াছেন। ঐ বংশোদ্ভব রাজা রাজ্য করেন অবধাবন্ধ
মিত্র ও পুলিন্দ মিত্র ও ঘোষ মিত্র ও বজ্র মিত্র ও ভাগবত
মিত্র ও দেবাহুতি মিত্র ইহ পঞ্চ যজ্ঞ প্রত্যহ করিতেন আ-
হুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি করিয়াছিলেন এজন্যে ইহার
নাম দেবাহুতি জগতে খ্যাত। ইহারা সম্রাট রাজা হইয়া
বেদোক্ত নানা যজ্ঞ ও কর্ম্ম করিয়াছেন। বিস্তার করিয়া
লিখিতে হইলে পৃথকের এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ
করিতে হয় সুতরাং নিবৃত্তি হইতে হইল এই কায়স্থদিগের

যজ্ঞোপবীত ধারণ করণে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে তদনুসারে দাক্ষিণ দেশে ও পশ্চিম দেশ হিন্দুস্থানে কায়স্থ মহাশয়েরা প্রায় অনেকেই যজ্ঞোপবীত অদ্যাপি ধারণ করিয়া থাকেন। কলিতে অনেক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণকেই শূদ্র শব্দে কহিয়াছেন এজন্য ঐ ঐ শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণদিগের সম্মান ও তুষ্টি প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রণব মন্ত্র না উচ্চারণ করিয়া সৎ শূদ্র কায়স্থ পাঠ্য সেতু প্রণব মন্ত্র লিখিলাম দেখিবেন যেহেতু কায়স্থদিগের সৎ শূদ্র শব্দে কোন কোন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন।

পরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

কায়স্থোৎপত্তি দুই প্রকার প্রথমতঃ ব্রহ্মার পদ হইতে এক শূদ্র উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মকায়োদ্ভব ব্রহ্মকায় এই জন্য এই নাম লোকে প্রসিদ্ধ অদ্যাপি আছে।

প্রথম যে ব্রহ্মপাদোদ্ভব শূদ্র ঐ ব্যক্তি যোগে প্রাণ ত্যাগ করিলে তৎকায় সম্ভবোদ্ভব পুরুষকে শূদ্র কায়স্থ কহে তাহারা বঙ্গদেশে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে তাহারা চাতুর্ব্বর্ণের সেবা তৌলীচ কর্ম্ম কারি দাস প্রসিদ্ধ তস্মাযুক্ত ভাষায় ছত্র কায়েত কেহ ২ কহে। কেহ কহে পাদকা কায়েত কেহ কহে ভাষান্তরে করণ ইহাদিগের বিবরণ লেখা অনাবশ্যক ইহারা নীচ কর্ম্মকারি এ প্রদেশে চলিত নহে ইহাদিগের বর্ণশঙ্কর বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে লিখেন।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম কায়োদ্ভব ইহারদিগের নাম ব্রহ্ম কায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে চিত্র গুপ্ত ও বিচিত্র এই দুই মহা বাহু পুরুষ উৎপন্ন হয়েন এই দুই জন দুই ভ্রাতা ব্রহ্মকায়স্থ চিত্র গুপ্ত মহাশয় যমের সচিব স্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে থাকিলেন বিচিত্র মহাশয় পাতালে গমন করিলেন। ইহার প্রমাণ

ও বিশেষ নানা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ভবিষ্য পুরাণে ও পদ্মপুরাণে বর্ণন আছে বিশেষ শ্লোক সাবৎ লিখিতে হইলে গ্রন্থ বাহুল্য হয় এবং ধরণীকোস অভিধানে ইহারদিগের দশ নাম লিখিত আছে। যথা

সৎশূদ্রশ্চমনীশদেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীসৎসজ্ঞঃ।
অম্বষ্ঠমাধুরাভট্টকসূর্য্যধ্বজগৌড়কঃ॥
ধরণী॥

এই ব্রহ্ম কায়ার লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে ও লিখিয়াছেন। যথা

শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসোবেদেষু গুরুপূজনং।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যাচ ব্রহ্মকায়স্য লক্ষণং॥
আয়ুর্ব্বেদঃ॥

অর্থাৎ শৌচ আস্তিকতা বেদাভ্যাসে রত গুরুপূজাশক্ত অতিথি সেবা এবং যাগাদি কর্ম্মে অতি প্রিয়তা এই সকল লক্ষণ যুক্ত চিত্রগুপ্ত সন্তান ব্রহ্ম কায়স্থ জানিবেন॥

এই প্রকার কায়স্থ কুলমর্যাদা শাস্ত্রেও লেখেন। যথা।

আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং॥
কুলরামঃ॥

অর্থাৎ আচার ও বিনয় ও বিদ্যা ও দেবপ্রতিষ্ঠা ও তীর্থযাত্রা ও নিষ্ঠা শব্দে সত্যবাদী ও ব্রতী ও তপস্বী ও দানকারী এই নয় লক্ষণে কুলীন কায়স্থ॥

পদ্মপুরাণে চিত্রং বিচিত্রপ্রতি ব্রহ্ম বাক্যং। যথা

অনেকব্যবহারাশ্চ বৈশ্যাঃ সন্তিচ তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যাতং কায়স্থাক্ষরজীবিনৌ॥
ভবন্তৌ বৈশ্যাবণস্তৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কুশোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥
পদ্মপুরাণং॥

অর্থাৎ কায়স্থদিগের অনেকানেক প্রকার আচার ও ব্যাপার

বৈশ্যের ন্যায় কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য ইত্যাদি ইঁহারা শঙ্কর ব্যবসায়ি
মহামহিমান্বিত মহাশয় বৈশ্যের ন্যায় দ্বিজ যজ্ঞোপবীত ধারি এবং
ইঁহারা বেদ শাস্ত্রে অধিকারি ॥

যদ্যপিও ব্রহ্মকায়স্থেরা বেদাধিকারি যজ্ঞাধিকারি ও গায়ত্রী ও প্রণব উচ্চারণে অধিকারি বটেন তথাচ দেশাচার ব্যবহার ও ব্রাহ্মণ ভূদেব কায়স্থের গুরু ও ইষ্টদেবত ইহারদিগের সম্মান ও প্রীত্যার্থে এবং শাস্ত্রানুসারে ক্রিয় সমাধা করণার্থে প্রণবের প্রতিযোগি প্রণব মন্ত্র সৎ শূদ্র কায়স্থ পাঠ্য জন্য কোন কোন শাস্ত্রের প্রয়োজক আছে তজ্জন্য সৎ শূদ্র পাঠ্য সেতু মন্ত্র প্রণবের অনুরূপ মূর্তি (ঔঁ) এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা কায়স্থ সৎ শূদ্রের নিত নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা কর্ত্তব্য। যথা

চতুর্দ্দশস্বরোয়োঽসৌ সেতুরৌংকারসংজ্ঞিতঃ।
স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণং ॥

অর্থাৎ চতুর্দ্দশ স্বর ওকার ঔকার ওঙ্কার যুক্ত ঔং এই মন্ত্র উচ্চারণ সেতু সৎ শূদ্র কায়স্থের ॥

চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ সামান্য শূদ্র কিম্বা বর্ণ শঙ্কর কদাচ নহেন। ইহাঁরদিগের আচার ও ব্যবহার কোথাও বা ক্ষত্রিয়বৎ কোথাও বা বৈশ্য তুল্য আর ব্যবসায় কেবল বিদ্যা ও লেখন এজন্য ইহাঁরদিগের নাম মসীশ। যথা

কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥
হেমচন্দ্রঃ ॥

অর্থাৎ কায়স্থদিগের কেবল অক্ষর জীবিকা॥

অতএব কায়স্থ সামান্য শূদ্র কদাচ নহেন, শাস্ত্রে ভূরি প্রমাণ দেখা যাইতেছে, ইহ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন

জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যে লেখা পড়া করণার্থে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন ইহারা দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় ইহাবদিগের মহিমা শাস্ত্রে ভূরি২ কহেন। যথা।

গঙ্গা ন তোয়ং কণকং ন ধাতুকুশং ন দর্ভং পশবো ন গাবঃ
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ ॥
যমস্মৃতিঃ ॥

অর্থাৎ যেমন গঙ্গা জল জল নহে ব্রহ্ম রূপা, সুবর্ণধাতু ধাতু নহে নারায়ণ স্বরূপ, দর্ভতৃণ তৃণ নহে পবিত্র রূপ, গাভীপশু পশু নহে দেবী রূপা, তদ্রূপ কায়স্থ বর্ণ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় রূপ ॥

এই প্রকার নানা শাস্ত্রে ও তন্ত্রে কায়স্থ জাতির মহিমা প্রশংসা বিবিধ প্রকারে লিখিত হইয়াছে, যাহারদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা অবশ্যই বেদ, পুরাণ, ও স্মৃতি, ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য করিবেন। যথা আচার নির্ণয় তন্ত্রে কায়স্থ বর্ণের বিষয় বিস্তার করিয়া অনেক কহিয়াছেন, ঐ শাস্ত্রের প্রমাণ শ্লোক কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যথা।

ব্রহ্মপাদাৎ শতোজন্ম চাতঃকায়স্থ নামকঃ।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্য সংজ্ঞকং ॥
আয়স্থ নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাং শ্চ য়ং ॥

তত্রৈব সুযজ্ঞ রাজানং প্রতি সুতপোবাক্যং ॥

হে সুযজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাতিপ্রিয়োনৃপঃ।
পাশ্যাত্তান্ বিপ্রভক্ত্যাং স্বাসনাদিশিরোধৃতান্ ॥
অতোঘোরে কলাবেতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজার্চ্চকাঃ।
জাত্যামসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বরমানসাঃ ॥
মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়াভাবাদ্বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত ॥

এতে ভক্ত্যা ভবিষ্যন্তি বিপ্রমানাঃ সহিষ্ণবঃ।
বিপ্রাপ্রয়াবিপ্রভক্তাবিপ্রমানপ্রদায়তঃ ॥
মহাবিদ্যাপ্তয়শ্চৈতে ক্ষত্রকর্ম্মকৃতাঃ কলাবিতি ॥
অলমতিবিস্তরেণ।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে ॥

অর্থাৎ শত জন্ম ব্রাহ্মণ চরণ সেবা করিয়া কায়স্থ কুলে পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লয়, ককার ব্রহ্ম বিদ্যা যে গায়ত্রী কণ্ঠস্বর আর অকার স্বর যে বেদ এই উভয়ে কায়স্থের নিত্য অধিকার আছে, আর ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন এই নিমিত্ত কায়স্থ নামে খ্যাত, ইহারদিগের নাম মসীশ এজন্য ইহারা লেখক ও কলম জীবি হয়েন ॥

ইহারদিগের বিশেষ বিবরণ সুতপা ঋষি মহা রাজা সুংজ্ঞকে কহিতেছেন।

হে মহা রাজ এই কায়স্থ বিপ্র ভৃত্য ব্রাহ্মণের চরণে যাহারদিগের মস্তক নত হইয়াছে কলিতে ইহারাই দ্বিজ পূজা প্রীতিপূর্ব্বক করিবেন, ইহারা জাতিতে মসী জীবি ও লেখক ইহারা ব্রাহ্মণের অতি প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মণেরা মনের সহিত ইঁহারদিগকে ভাল বাসেন, ইহারা মহাবিদ্যা দেবীর উপাসক, আর ইহারা গুণেতে ক্ষত্রির জাতি হয়েন, বিশেষতঃ ইঁহারা কলিতে ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইবেন ইঁহারা কলিযুগে ক্ষত্রিয় ভাবা অর্থাৎ হে মহারাজ কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম ও আচার ও ব্যবহার ইঁহারাই করিবেন, আর ইঁহারাই কলিতে ব্রাহ্মণের ভক্ত হইবেন ও ব্রাহ্মণের মান রক্ষা করিবেন ও ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য সহিষ্ণুতা করিবেন দেবী উপাসক হইবেন এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিবেন আর অধিক কি কহিব।

চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ ইহার রাজধানী চিত্রকূট পর্ব্বত ইঁহ কায়স্থ সৎশূদ্র নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ইহার প্রশংসা বেদে উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে অনেকানেক লিখিয়াছেন ইহার বিদ্যা গুরু রৈক্য নামে ঋষি ছিলেন ঐ রৈক্য ঋষি চৈত্ররথকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বিদ্যা প্রকরণে ঐ চৈত্ররথ

শষ্যকে অন্য ঋষিরা শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে চৈত্রর থর শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চত্ররথ শীঘ্র তিনি তাঁহার রৈকা নামা গুরুর নিকটে গলেন। গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার জন্য শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন। অতএব ইহাকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে কেবল সৎশূদ্রের অর্থাৎ কায়স্থের ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক হয়। কিন্তু শূদ্র জাতি বেদা-ধিকারী হয়েন না। চৈত্ররথ সৎশূদ্র কায়স্থ এজন্য ক্ষত্রি য়ের উপলব্ধি বেদে ঋষিরা তাহাকে কহিয়াছেন। শাস্ত্রে য যে স্থানে শূদ্র শব্দ কহিয়া বেদে ও স্মৃতিতে ও পুরাণ শ্রব াধ্যায়নে ও শ্রীশালগ্রাম পূজনে অধিকার লিখিয়া দিয়াছেন সই সেই স্থানে শূদ্র শব্দে সৎশূদ্র কেবল কায়স্থ প্রতি ায়োজক জানিবেন যেহেতু কায়স্থের এক নাম অভিধানে ৎশূদ্র। ইহাকেই বেদে ক্ষত্রিয় উপলব্ধি করিয়া কহিয়া-ছেন তাহার প্রমাণ এই যে চৈত্ররথ কায়স্থকে বেদে ক্ষত্রিয় উপলব্ধি শব্দে কহেন। পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীভগবান্ শঙ্করা চার্য্য ভাষ্যকার তস্য ব্যাখ্যানুসারে প্রমাণ ব্রহ্ম সূত্রে লখেন যথা বেদান্তের ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩৫ সূত্রে।

ক্ষত্রিয়ত্বাগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ॥
বেদান্তসূত্রং॥

অর্থাৎ পরে পর শ্রুতিতে চৈত্ররথ নামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই।

যদি কহ গৌতম মুনি ইহার উপনয়ন সংস্কার করিয়া-ছেন তবে ইঁহ কোন্ বর্ণ হয়েন। তাহার উত্তর এই হয়, যথা বেদান্তের ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩৭ সূত্রে ঋষিরা মীমাংসা করিয়াছেন।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

শব্দাস্থসূত্রং ॥

অর্থাৎ ঐ চৈত্ররথ শূদ্র নহে ভাবে এমত নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইল পরে ঐ সৎ শূদ্র কায়স্থের সংস্কার করিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হয়॥

চৈত্ররথ কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন। শূদ্র হইলে গৌতম সংস্কার করিতেন না।

এবং পুরাণেও দেখিতেছি সৎশূদ্র কায়স্থ শ্রীশালগ্রাম শিলার স্বয়ং পূজাধিকারী হয়েন। যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম নারদ সংবাদ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে হরিভক্তিবিলাশে শ্রীজীব গোস্বামিধৃতং।

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যানাং সৎ শূদ্রানামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
স্ত্রিয়োবা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥

স্কন্দপুরাণং॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও সৎশূদ্র কায়স্থ শ্রীশালগ্রাম শিলার পূজায় অধিকারি হয়েন কদাচ অন্য নহেন এই তিন বর্ণ অর্থাৎ কায়স্থ ক্ষত্রিয় আর ক্ষেত্রজাত ক্ষত্রিয় এই দুয়েতে এক বর্ণ ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ শালগ্রাম শিলার পূজায় অধিকারি ইঁহারা শালগ্রামশিলা পূজা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি পদকে পাইবেন॥

বিতর্ক॥

কায়স্থ সৎশূদ্র ক্ষত্রিয় জাতি ও বর্ণ যদি হয়েন তবে ইঁহারদিগের দাস পদবী কি জন্য হইল, দাস শব্দে নীচ কর্ম্ম

কারী, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কোথাও দাস শব্দ প্রয়োগ নাই উত্তর। মিতাক্ষরাতে নারদ মহাশয় দাস শব্দের বিবরণ করিয়াছেন, দাস শব্দে নীচ কর্ম্মকারী এস্থানে নহে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ও বর্ণ শঙ্কর দাস শব্দের প্রয়োগ তাবতের প্রতি স্থান বিশেষে সময় বিশেষে ও কর্ম্ম বিশেষে সম্ভাবিত আছে। যথা।

শুশ্রূষকঃপঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টোমনীষিভিঃ।
চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরাঃ জ্ঞেয়াদাসাস্তুগৃহজাদয়ঃ॥
মিতাক্ষরাস্মৃতিঃ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রে শুশ্রূষক পঞ্চ প্রকার দৃষ্ট হয়। শিষ্য, অন্তেবাসী ভৃতক অধিকর্ম্মকৃত, ও দাস,। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার ইহারাও দাস শব্দের অন্তর্বর্ত্তি হয়েন বটে আর অন্তিম যে দাস নীচ কর্ম্ম কারী তাহার গৃহজাত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার হয়। শিষ্য শব্দে বেদবিদ্যার্থী অন্তেবাসী শব্দে শিল্প শিক্ষার্থী আর যে বেতনার্থে কর্ম্ম করে তাহার নাম ভৃতক আর অধিকর্ম্মকৃত শব্দে কর্ম্মকারদিগের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ভৃতকেরা যাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে। কর্ম্মও দুই প্রকার হয় শুভ ও অশুভ অতএব অধিকর্ম্মকরদিগের শুভ কর্ম্ম আর অন্তিম দাসদিগের অশুভ কর্ম্ম গৃহ মার্জ্জন উচ্ছিষ্ট প্রক্ষেপ মল ও মূত্র প্রক্ষেপ।

অতএব কায়স্থের প্রতি প্রয়োগ যে দাস শব্দ সে ব্রাহ্মণের শিষ্য বেদ বিদ্যার্থী অথবা শিল্প বিদ্যা শিক্ষার্থী অথবা অধিকর্ম্মকৃত ভৃতকদিগের অধিষ্ঠাতা হয়েন এই অধিকর্ম্মকৃৎ শব্দের পরিভ্রষ্টে ও অপভ্রংশে দেশ চলিত ভাষায় এক নাম "করণ" কেহ কোন দেশে কহেন অর্থাৎ যেব্যক্তি ভৃতকদিগকে কর্ম্ম করাণ অতএব কায়স্থের দাস শব্দে নীচ কর্ম্মকারী নহে শিষ্য অথবা অধিকর্ম্মকৃত প্রযুক্ত কায়স্থের

প্রতি দাস শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে যেহেতু মহাভারতে অধি-কর্ম্ম কৃত ব্যক্তির প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ দেখিতেছি যথা রাজ। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্ম পতিামহের বাক্য।

অর্থস্য পুরুষোদাসোদাসস্ত্বর্থোন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহাবাহু বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
মহাভারতং॥

অর্থাৎ পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে হে মহা-রাজ ইহা সত্য অতএব কৌরবদিগের নিকট আমি অর্থের দ্বারা দাস হইয়া বদ্ধ আছি।

এবং এই রূপ পদ্মপুরাণে দাস শব্দের তাৎপর্য্য দেখা যাইতেছে যে সত্য ধর্ম্ম রাজার প্রতি ইন্দ্রের বাক্য। যথা

নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বংহি পুণ্যবতাংবরঃ।
নিজদাসস্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং॥
পদ্মপুরাণং॥

অর্থাৎ হে পৃথিবী পালক পুণ্যবানদিগের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও তোমাকে নমস্কার করি তোমার যে দাস স্বরূপ আমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি কি করি॥

সুতরাং এস্থলে ইন্দ্রের আজ্ঞা বহত্ব ব্যতিরেকে নীচ কর্ম্মকারি দাসত্ব সম্ভবে না। এবং মিতাক্ষরাতেও আচা-রাধ্যায়ে দাস শব্দ ও কর্ম্মকর শব্দ এক পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন সুতরাং কায়স্থ প্রকরণে যে দাস শব্দ প্রয়োগ আছে সে কেবল ব্রাহ্মণের শিষ্য বেদ বিদ্যার্থি প্রযুক্ত।

শুশ্রূষক ও পরিচর্য্যক এই দুই শব্দ সৎশূদ্রের প্রতি কোন কোন শাস্ত্রে প্রয়োগ আছে তাহার কারণ এই যে শুশ্রূষক শব্দে এস্থানে বিদ্যার্থী দাস, পরিচর্য্যক শব্দে পরিচা-র্য্যক, অর্থাৎ যাগ ও যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও দেবতার সেবা-তী দেশ ভাষায় পরিচারক কহে অপভ্রংশ ভাষায় পরিছা

কহে। অধিকর্ম্মকৃতের অপভ্রংশ ভাষা "করণ" তৎপরিভ্রষ্টে "কেরাণী"। ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপত্তি বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের দাস এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কায়স্থের এক নাম "বাবু" সকল লোকে বিখ্যাত, ঐ বাবু শব্দের অনুরূপ শব্দ কায়স্থদিগের এক নাম হিন্দুস্থানে হিন্দিভাষায় কহে "লালা" অর্থাৎ লেখ্‌নে ওয়ালা। লালাবাবু শব্দে লেখনী ক্ষত্রিয় কায়স্থ, আর রাজা বাবু শব্দে সংগ্রামী ক্ষত্রিয় কায়স্থ।

কায়স্থ জাতির দশ নাম তদর্থে শব্দার্থ কিঞ্চিৎ লিখি।

সৎশূদ্র — অর্থাৎ নবৃষল বর্ণ সৎ পদে পরমার্থদর্শী অর্থাৎ বেদ বিদ্যার্থী কায়স্থ।

মসীশ — অর্থাৎ এ রূঢ়ি শব্দ কেবল কায়স্থ ও লেখক বুঝায়।

দেব — অর্থাৎ বর্ণ বিধায়ে মনুষ্য নহে ব্রহ্ম কায়োদ্ভব প্রযুক্ত বর্ণ দেব।

কায়স্থ — অর্থাৎ কায়স্থ শব্দে হরিতকীবৃক্ষ ও আমলকী বৃক্ষ, প্রায় পরোপকারী গুণী ইঁহ ব্রহ্মার কায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মা নিজ কায়ায় স্থিত করিয়া ইহাঁকে রাখিয়াছেন অন্য অন্য বর্ণ ও জাতি সৃষ্টি করিয়াও আপন কায়া হইতে ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন কায়স্থকে নিজ কায়ায় অদ্যাপি স্থিত

করিয়া স্থান দিয়া রাখিয়াছেন এজন্য কায়স্থ নামেতে খ্যাত।

শ্রীবৎসজঃ — অর্থাৎ ব্রহ্মার কায়ায় শ্রীবৎস চিহ্ন প্রায় ভগবৎ দেহে শোভিত।

অম্বষ্ঠ — অর্থাৎ আমরুল ও যুঁই বৃক্ষের ন্যায় গুণ যুক্ত ও সৌগন্ধ যুক্ত কায়স্থ।

মাধুরী—অর্থাৎ অতি কোমল সুশীতল যুক্ত মিষ্ট ভাষী ইত্যাদি।

ভট্টক — অর্থাৎ মীমাংসক বিশেষ সুপণ্ডিত।

সূর্য্যধ্বজ — অর্থাৎ সূর্য্য তুল্য প্রতাপী ও যশস্বী।

গৌড়ক — অর্থাৎ বঙ্গদেশে বিশেষ রূপে গৌরবান্বিত ও আদর যুক্ত।

অথ সঙ্ক্ষিপ্ত কায়স্থ বংশাবলি।

চিত্রগুপ্ত দেব — আদি পরুষ ইহারই ৯ নাম শাস্ত্রে লেখেন।

১ যম — অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে যুগল ভ্রাতা চিত্র ও বিচিত্র উৎপন্ন হয়েন এপ্রযুক্ত যমক নামে যম নাম হইয়াছে।

২ ধর্ম্মরাজ — অর্থাৎ ন্যায় বিচারক।

৩ পিতৃপতি — অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ দিগের অধিপতি।

৪ কৃতান্ত — অর্থাৎ সিদ্ধান্তক।

৫ শমন — অর্থাৎ মনের ধীরতা।

৬ দণ্ডধর — অর্থাৎ শাস্তা।

৭ শ্রাদ্ধদেব — অর্থাৎ পিণ্ডভুক্।

৮ বৈবস্বত — অর্থাৎ বৈবস্বত মনু।

৯ যুগ্ম — অর্থাৎ যমকোৎপন্ন।

চৈত্ররথ দেব — (চিত্রগুপ্তের পুত্র) অর্থাৎ কুবেরের কানন ধনকুবেরেরপ্রায় অতিশয় ধনাঢ্য ইঁহ চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা গৌতম ঋষি ইহাঁকে উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।

চিত্রভানু দেব — (চৈত্ররথের পুত্র) অর্থাৎ শিবানুরূপ সূর্য্য তুল্য পরাক্রমী।

চিত্রশিখণ্ডী দেব — (চিত্রভানুব পুত্র) অর্থাৎ ময়ূরের পুচ্ছযুক্ত মুকুটধারী।

ক্রতুদেব — (চিত্রশিখণ্ডির পুত্র) অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, হোম, ও পূজায় সর্ব্বদা রত, ইহার অনেকানেক সন্তান ইহারদিগের গুণানুসারে উপাধি হইয়াছে, ইহারদিগের বিশেষ কর্ণাট্ রাজ্জী ও কবি ময়ূর গ্রন্থে বর্ণন আছে, ক্রতু মহাশয় সপ্ত ঋষির অবতার ইহাকেই লোকে ব্রহ্ম সন্তান কহে ইহারই সন্তানদিগের উপধি।

ঘোষ, বসু, মিত্র, দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, রাহা, সোম, নন্দি, রক্ষিত, লাহা, অর্ণব, রাজ, চন্দ্র, হোড়, স্বর, ধর, ধরণী, বাণ, আইচ, পাই, ম্বর, সাম, ভঞ্জ, বিন্দু, বল, পাল, পিল, ইন্দ্র, গুপ্ত, গুড়, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, খিল, হুই, ভুই, রুদ্র, আদিত্য, বিষ্ণু,

নাগ, ভদ্র, তুম, বঙ্কুর, নাথ, সাঁই, হেশ, মন, গণ্ড, রাণা, রাহুত, খাম, সানা, দাহা, দানা, গণ, রঙ্গ, উপমান, ক্ষোম, অঙ্কুর, ঘর, ওষ, বীদ, তেজ, আশ, শক্তি, ক্ষেম, ভূত, ব্রহ্ম, শান, হেম, বর্দ্ধন, গুঁই, কীর্ত্তি, ধনুর্গুণ, যশ, কুণ্ড, শীল, ইত্যাদি অনেক। এইক্ষণে সাক্ষাৎ প্রমাণ ও অনুমান এই যে ইঁহ অর্থাৎ ক্রতুদেব কায়স্থ কুলের পূর্ব্ব পুরুষ সত্য বোধ হইতেছে যেহেতু সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লেখেন যে বিবাহ হইলেই তৎকালীন বর ও কন্যা উভয় ইঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলে জলাঞ্জলি দিলে ঐ বর ও কন্যাকে ইঁহ তৎক্ষণাৎ শুভ বর প্রদান করেন। উভয়ের এক শত বৎসর পরমায়ুঃ হয়, উভয়ে ধনাঢ্য হইয়া চির দিন সুখে থাকেন। কায়স্থ কুলের কুলদেবতা ক্রতু মহাশয় অদ্যাপি আপন সন্তানদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইতেছে ইহার অধিক আর অন্য প্রমাণ কি লিখিব। হে কায়স্থ মহাশয়েরা এই বর প্রাদান বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সাক্ষাৎ ফল প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা অত্যল্প দিনের মধ্যে নানা শাস্ত্র ও যুক্তি যুক্ত করিয়া এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সঙ্খ্যা আর এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব অনুমান করি যে যে মহাশয় ধনি মানি গুণি এবং পণ্ডিত যাঁহার যাঁহারদিগের মনের সন্দেহ ছেদ এবিষয়ে না হইবে সেই সেই ব্যক্তি মহামহিম মহাশয়েরা দ্বিতীয় সঙ্খ্যক পুস্তক দেখিলেই সুপ্রসন্ন হইবেন।

অনেকানেক শাস্ত্র দৃষ্টে ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগের সিদ্ধান্ত ও যুক্তির অনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে। যে ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এই দুই শব্দ এক পর্য্যায়েই পর্য্যাপ্ত

হয় অর্থাৎ এক শব্দার্থের অন্তর্গত হয়, যেহেতু ক্ষেত্র ও কায উভয় শব্দার্থেই শরীর বুঝায়; পদার্থ মাত্রই নানা-প্রকার নাম নানা শব্দে ও ভাষায় কালে কালে স্বভাবতঃ প্রচলিত হইয়া থাকে। যেমত প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় এক শব্দ ছিল পরে পরে ঐ জাতিতে তাবৎ পৃথিবীর রাজা হইলে ঐ শব্দ রাজন্য শব্দে প্রকাশিত হইল; পরে পরে ঐ শব্দ অপভ্রংশে রাজপুত শব্দে খ্যাত হইল। তদ্রূপ পরে পরে ঐ শব্দ কায়স্থ শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার আদি কারণ এই যে সূর্য্য বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া অযোধ্যা ও মিথিলা রাজাদ্বয়ে স্থিত ছিলেন কিন্তু তৎকালে চন্দ্রবংশীয় রাজারা ষটপঞ্চাশৎ শাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষ প্রায় সমুদয় বলে অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন, ইহার দিগের আদি পুরুষ বুধ মহাশয় এজন্যে ইহারা ঐ বুধের মতে শুদ্ধ বেদাবলম্বি হইয়াছিলেন এবং ঐ কালে সূর্য্যবংশীয় রাজারা পুরাণ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম মতাবলম্বি ছিলেন যে ধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা দেবগণের অপেক্ষাও মান্য ও পূজ্য। চন্দ্রবংশজ ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক ঐ বিপ্র ধর্ম্ম অধিক গ্রাহ্য হয় নাই ইহার বিবরণ বীর রস নামক গ্রন্থ দ্বয় মধ্যে বিশেষ বর্ণন আছে। ঐ গ্রন্থ দ্বারা বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উচ্চপদ প্রাপ্ত্যর্থে পরস্পর বিস্তর সম্বাদ করিয়াছিলেন। পরে এজন্য পরশুরাম ঠাকুর সূর্য্যবংশে প্রকটিত হইয়া প্রায় চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া বিপ্র বর্গের বিপুল সম্মান দান করিলেন। এবং ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা তৎ কর্ম্মের পুরস্কার করণার্থে তাঁহাকে ঈশ্বরের স্বয়ং অবতার কহিয়া তাঁহার উপাসনা ও পূজা করিয়া জগতে মহা গৌরবা-

ন্বিত করিলেন। এই কালে ঐ চন্দ্রবংশীয় অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত বলহীন হইয়া প্রাণ ভয়ে ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইলেন। ব্রহ্ম দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের সেবক হইলেন। ইতোমধ্যে কতিপয় ব্যক্তি আস্ত্রিক অর্থাৎ অসিজীবি হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ ধর্ম্মে রহিলেন। আর কতিপয় ব্যক্তি শাস্ত্রিক অর্থাৎ মসীজীবি হইয়া ব্রাহ্মণের নিজ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা নারায়ণস্বরূপ জানিয়া ব্রাহ্মণের উপাসক হইলেন, এই জন্য ঐ দেবতারা প্রসন্ন হইয়া মসীজীবিদিগের প্রবন্দ। অভয় প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয় নাম ঘুচাইয়া নিজ কায়ায় ক্রোড়স্থ করিয়া রক্ষা করিলেন এতদর্থে কায়স্থ নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সদয় হইয়া অস্ত্র ও শাস্ত্র এবং বাণিজ্য ও দাস্য কর্ম্ম কায়স্থ যে নিজ দাস তাহার প্রতি অর্পণ করিলেন ইতি॥

সমাপ্তং